মহাসড়ক দখল করে চলছে গ্যারেজের কাজ, দেখার কেউ নেই

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের সুগারমিল- দুলালমুন্দিয়ার মাঝামাঝি নতুন মার্কেট এলাকায় রাস্তা দখল করে চলছে গ্যারেজের কাজ। যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরণের দুর্ঘটনা।

এমনি ভাবে হর হামেশায় চলছে সড়ক দখল করে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞ। এমনি ভাবে সড়ক দখল করে কাজ করার কারণ জানতে চাইলে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন প্রতিষ্ঠান মালিকরা।

ছবির লোকটি একটি স্টিল প্লেনশিড নিয়ে এভাবে যশোর ঝিনাইদহ মহাসড়কের উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সমান করছিলেন, আমি মোটরসাইকেলে আমার গ্রামে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় যান চলাচলোও সাভাবিক ছিলো। প্রথমে ভেবেছি উনি রাস্তা পার হবেন, পরে খেয়াল করি তার পায়ের নিছে প্লেনশিড রয়েছে। হার্ড ব্রেক করে দাঁড়িয়ে যেতে হয় আমার।

ওনার কাছে রাস্তার উপর এ কাজ করছেন কেনো জানতে চাইলে তিনি সহ আরও কয়েকজন আমার উপর চড়াও হোন, পরে সাংবাদিক পরিচয় দিলে বলেন “যান ছবি তুলে পেপারে ছেপে দেন”। অবস্থা অনুকূলে না থাকায় আমি ও আমার বন্ধু ইয়াছিন দ্রুত জায়গা ত্যাগ করে নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাই।

কিভাবে এগুলো সম্ভব? এটা একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে। আমার কথা বাদ দিলাম, ওনার উপর দিয়েও তো গাড়ি চলে যেতে পারে।

এগুলা কি দেখার কেউ নাই? নিরাপদ সড়কের দাবি আজও অধরা!

আলমডাঙ্গায় ছাগল চোর

গণপিটুনীর শিকার

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে অটোতে তুলে ছাগল চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই ছাগল চোরকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী। গতকাল বিকেলে ওই ঘটনা ঘটে। পরে ঘোলদাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে জনতার হাত থেকে দুই চোরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

আটককৃত চোর হল চুয়াডাঙ্গার আরামপাড়ার আসলামের ছেলে রুবেল ও ফার্মপাড়ার মৃত নুর ইসলামের ছেলে মঈনুদ্দিন। তারা চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি অটো রিক্সা নিয়ে বলিয়ারপুর গ্রাম এলাকায় ছাগল চুরি করতে আসে।

ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই খালিদ হোসেন জানান, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে সংবাদ আসে দুইজন ছাগল চোরকে ধরে গ্রামবাসী আটকে রেখেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জনগণের কাছ থেকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, রুবেল ও মঈনুদ্দিন পেশাদার চোরচক্রের সদস্য। তারা একটি অটো নিয়ে দুপুরের দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে মাঠের দিকে যেতে কিছুটা নির্জন রাস্তায় অবস্থান নেয়।

সুযোগ বুঝে ঘাস খেয়ে বেড়ানো দুইটি ছাগল ধরে তারা অটোতে তুলে নেয়। ছাগল তুলে নেওয়া দেখে ফেলে এক গ্রামবাসী। তার চিৎকারে পথচারীরা দৌড়ে আসলে চোর দু‘জন ছাগল দুটিকে অটো থেকে ছেড়ে দেয়।

এরপরও চোরকে ধরতে তাড়া দেয় জনতা। চোর দুজন জীবন বাঁচাতে অটো ফেলে মাঠের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। জনগণও তাদের পিছু নিয়ে ধরে ফেলে। ধরে তাদেরকে গ্রামের ভেতর এনে গণপিটুনী দেওয়া হয়। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

[redacted]

‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

মহা নবমীতে রবিবার বিকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি মণ্ডপে মণ্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান ও শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

পরিদর্শন কালে তার সাথে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাফিস সুলতানা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রহিম মোল্লা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, পৌর মেয়র শাহিনুর রহমান রিন্টু প্রমুখ।

মোনাখালী কালী মন্দির পরিদর্শন করলেন ডাঃ শ্রী সুকুমার কর্মকার

সনাতন ধর্মালম্বীদের সর্ব বৃহৎ উৎসব ৫ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসবের ৪র্থ দিন আজ তাই মুজিবনগরের বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলার পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডাঃ শ্রী সুকুমার কর্মকার।

রবিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডাঃ শ্রী সুকুমার কর্মকার বিভিন্ন মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন।

এসময় তিনি জানান, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন পূজা মন্ডপে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাক্স পরিধান করে শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব পালন করে সেজন্য আমরা তাদেরকে সতর্ক করছি । যেনো এই বছরের শারদীয় দুর্গাপূজা ভালো ভাবে শেষ করতে পারি।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী কালী মন্দিরের সভাপতি নিরঞ্জন কর্মকার ও কৃষিবিদ বিজয় চন্দ্র, অনিমেষ কর্মকার, দীপক কর্মকার ,অজয় কর্মকার প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গতকাল রবিবার সকালে উপজেলার পোলভাতুড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে পাশে কুল্লগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (সিবি এইচসি) এর আয়োজনে এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)’র সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান আতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জামিনুর রশিদ, স্বাস্থ্য পরিদর্শক আবু হাসান, সমাজ সেবক ডা. সেলিম রেজা, সাংবাদিক শাহানুর আলম, ইপিআই টেকনিশিয়ান মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউপি সদস্য ও পোল ভাতুড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সভাপতি কুরবান আলী।

প্রশিক্ষণে গ্রামের অর্ধ শতাধিক নারী পুরুষ অংশ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে সম্মানি সহ একটি করে ছাতা উপহার দেওয়া হয়।

ভুট্টা চাষের ধুম পড়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলায়

বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) পর্যন্ত সময় ভুট্টা বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। এবং বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উপযোগী।

আমরা ইতোমধ্যে কমবেশি সবাই অবগত আছি যে, চুয়াডাঙ্গা জেলা ভুট্টা ও পান চাষের জন্য উপযোগী।

এই জেলাতে অধিক পরিমাণে পান, ভুট্টা, গম ও ধান ইত্যাদি চাষ করা হয়। বিগত দুই দিন আগে বৃষ্টির কারণে ভুট্টা চাষের জমিতে পানি বেঁধে থাকার কারণে ভুট্টা লানাগো সম্ভব হয় নি। মাঝে একদিন রোদ থাকার জন্য জমিতে সুন্দর ভুট্টা লাগানো উপযোগী হয়ে উঠেছে।

আর এইজন্যই সব চাষি ভাইয়েরা ভুট্টা লাগানোর জন্য মাঠে নেমেছে।

গতকাল রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা ও আশপাশের গ্রামগুলোতে প্রচুর পরিমাণ ভুট্টা লাগানো হয়।

কৃষক ভাইয়েরা জানান, কুলপালা গ্রামের বাজমারা মাঠে আজকে প্রায় দুইশত বিঘা জমিতে ভুট্টা লাগানো হবে। অনান্য বছরের চেয়ে এবার বেশি জমিতে ভুট্টা লাগাবেন বলে চাষীরা জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ইয়ুথ এসেম্বলির মানববন্ধন

“ধর্ষকদের উল্লাস ও ধর্ষিতাদের কান্না আর নয় আর নয়” এই স্লোগান কে সামনে রেখে ধর্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর ওয়েব ফাউন্ডেশন ইয়ূথ এসেম্বলি।

রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সামনে ওয়েভ ফাউন্ডেশন উপ সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম এর নেতৃত্বে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, সারা বাংলাদেশে যেভাবে শিশু ও নারী নির্যাতন চলছে তা উদ্বেগজনক। ধর্ষকদের উল্লাস ও ধর্ষিতাদের কান্না আর নয় আর নয় এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আজ আমরা ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে মানববন্ধন করে যাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, এমন একটি পরিবেশ দাঁড়িয়েছে যেখানে বিচারহীনতার কারণে ধর্ষণকারীরা আইনি ফাঁক ফোকড় দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। যার ফলে সারা দেশে ধর্ষণের হার বেড়ে যাচ্ছে তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটাই দাবি ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড যেন খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয় ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম আহবায়ক রাজু আহমেদ, ইউনিট ওয়েব ম্যানেজার তারিক কাজী, ও ইয়ুথ সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, মিতু আক্তার, জাবেদা খাতুন, সাব্বির হোসেন জিয়া, শামীম জামান, রাবেয়া আক্তার প্রমুখ।

জনগণের সুখেই আমি সুখি- সোহেল আহমেদ

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহমেদ।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক পলাশ আহম্মেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদি?

সোহেল আহমেদ: আমি শতভাগ আশাবাদি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমার জেলা আওয়ামী লীগ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সকলে আমাকে সমর্থন করবেন। তাছাড়া জনগণের আশা আকাঙ্খা পুরণ করার সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি তাই জনগণের মুল্যায়নে গেলেও আমিই নোমেনেশন পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

সোহেল আহমেদ: আমি এই চেয়ারে বসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই ইউনিয়নের সকল মানুষকে আমি পরিবারের মত চোখে দেখি। এদের সুখ দু:খ নিয়েই আমার সুখ-দুঃখ, তাই প্রতিটি সময় মানুষের দৌড় গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প তার পরেও ১০০% আশা সবার পূরণ না করতে পারলেও পূরণ করার

চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্ট্রিট লাইট, বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানে চেয়ার, টেবিল, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, ১০ কেজি, ১৫কেজি, ৩০ কেজি চাল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই আমি মনে করি জনগণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অনেক বেশি কাজ করেছি বলে মনে করি। তাই জনগণ আবারো আমাকে শতস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে?

সোহেল আহমেদ: বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগণ জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। আপনারা জানেন বর্তমানে করোনা কালীন আমরা জীবনের ঝুকি নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছি। কিন্তু বি এন পির কোন নেতা বর্গ জনগণের পাশে দাঁড়ায় নি। তাই জনগণ যাকে বিপদে পাশে পাবে তাদের বিপদে আপদে থাকবে তারা তাদের ভোট দেবে। এই জন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা কম হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারনা কেমন চালাচ্ছেন?

সোহেল আহমেদ: আমি আমার কার্যক্রমের মাধ্যেমেই নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি। আমার ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যা ৩২০০০ হাজার তাদের এবং গাংনী উপজেলার মধ্যে একটা বৃহত্তর ইউনিয়ন। তাদের সাথে কাজের মাধ্যেমে সর্ব সময় যোগাযোগ রাখি। এবং নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

সোহেল আহমেদ: আমার মটমুড়া ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে আমার ইউনিয়ন সুপরিচিত। এই ধারাবহিকতা আমি

ধরে রাখবো এবং আমি আবারো নির্বাচিত হলে বাল্য বিবাহ ও মাদক মুক্ত ইউনিয়ন গড়ে তুলতে চাই।